বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

অফিস- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

স্মারক নং : আশিবো/প্রশা:/২০১০/১৩৯ তারিখ : ০৫/১০/২০২৫ খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, অভিভাবক এবং ২০২৬ সালের নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৬ সাল থেকে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার বাংলা ২য় পত্র, আইসিটি এবং ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের প্রশ্ন কাঠামো এবং নম্বর বিভাজন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হয়েছে:

- বাংলা ২য় পত্র বিষয়ের বিদ্যমান প্রশ্ন-কাঠামো এবং নম্বর বিভাজন সংক্রান্ত নির্দেশনাবলীর রচনামূলক অংশের অনুবাদের অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। অনুবাদের জন্য বরাদ্দকৃত ১০ নম্বর সংবাদ প্রতিবেদনের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের বিদ্যমান প্রশ্ন-কাঠামো এবং নম্বর বিভাজন থেকে সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের ১০ নম্বর পূর্বের বহুনির্বাচনি অংশের ১৫ নম্বরের সাথে যুক্ত করে মোট ২৫ নম্বর বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।
- ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের ফিন্যান্স অংশ হতে ৮টি এবং ব্যাংকিং অংশ হতে ৭টি প্রশ্নসহ মোট ১৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। যেকোন একটি বিভাগ থেকে ন্যূনতম ৪টিসহ মোট ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
- দশম শ্রেণির নির্বাচনি পরীক্ষায় বাংলা ২য় পত্র, আইসিটি এবং ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে উল্লেখিত প্রশ্ন-কাঠামো এবং নম্বর বিভাজন অনুযায়ী প্রশ্ন করতে হবে।

বিষয়টি অতীব জরুরি

05.10.2025

প্রফেসর ড. খন্দোকার এহসানুল কবির
সভাপতি
বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি
ও
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন: ৯৬১৫২৩৫

৩.	ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	✓ সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। ✓ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০, প্রতিটি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নম্বর ২ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১। **সৃজনশীল প্রশ্ন:** ✓ ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ফিন্যান্স অংশ হতে ৫টি এবং ব্যাংকিং অংশ হতে ৩টিসহ মোট ৮টি প্রশ্ন থাকবে। ✓ প্রতিটি অংশ থেকে ন্যূনতম ২টি করে প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:** ✓ ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ ফিন্যান্স অংশ হতে ৮টি এবং ব্যাংকিং অংশ হতে ৭টিসহ মোট ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। যেকোনো একটি বিভাগ থেকে ন্যূনতম ৪টিসহ মোট ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:** ✓ ৩০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

এসএসসি/সমমান পরীক্ষার বাংলা ২য় পত্র, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের সংশোধিত প্রশ্ন-কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

(২০২৬ সালের পরীক্ষা থেকে কার্যকর)

ক্রম	বিষয়	পূর্ণনম্বর	প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন
১.	বাংলা দ্বিতীয় পত্র	১০০	রচনামূলক অংশের জন্য ৭০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। **রচনামূলক অংশ:** ✓ অনুচ্ছেদ রচনা: (২টি থেকে ১টি) : ১০ নম্বর ✓ চিঠিপত্র (২টির মধ্য হতে ১টি) : ১০ নম্বর ✓ সারাংশ বা সারমর্ম (২টি থেকে ১টি) : ১০ নম্বর ✓ ভাবসম্প্রসারণ (২টি থেকে ১টি) : ১০ নম্বর ✓ সংবাদ প্রতিবেদন (২টি থেকে ১টি) : ১০ নম্বর ✓ প্রবন্ধ/রচনা (৩টি বর্ণনামূলক রচনা থেকে ১টি) : ২০ নম্বর **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:** (ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশের বাগধারা, বাক্য সংকোচন ও প্রবাদ-প্রবচন) ✓ ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর ১ ✓ সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।
২.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	তত্ত্বীয় অংশের জন্য ২৫ নম্বর এবং ব্যাবহারিক অংশের জন্য ২৫ নম্বর বরাদ্দ আছে। **তত্ত্বীয় অংশ** • ২৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। ✓ সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ✓ প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১ নম্বর। **ব্যাবহারিক অংশ** • যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/ প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/অঙ্কন/ পর্যবেক্ষণ/ শনাক্তকরণ/অনুশীলন: ১৫ নম্বর • প্রতিবেদন প্রণয়ন: ৫ নম্বর • মৌখিক অভীক্ষা: ৫ নম্বর **ব্যাবহারিক অংশের জন্য নির্দেশনা** • শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ব্যাবহারিক কাজসমূহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনে শিক্ষাবোর্ড ব্যাবহারিক কাজের একটি তালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করতে পারে। • সম্পন্ন ব্যাবহারিক কাজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ০৩টি ব্যাবহারিক কাজের নম্বর গড় করতে হবে। • ব্যাবহারিক কাজের প্রাপ্ত গড় নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ শিক্ষার্থীর নিবন্ধন নম্বর অনুযায়ী সংরক্ষণ করবেন। শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করবে।